R. N. No 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন ঃ ৩৩-১৫৩২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

খেতে ভাল ফোন—২৩
★ মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★ রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)
ট্রানজিট গোডাউন
ডোলকোলা (ফোন—৩৫)

৬০শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
২৯শে আগষ্ট, ১৯৭৩

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

ডি, আই কর্ত্তৃক শিক্ষক বরখাস্তের আদেশ আদালতে নাকচ

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭শে আগষ্ট—সুতী থানার ইসলামপুর ধরমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীশিবশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে ১৯৪৯ সাল থেকে কাজ করে আসছিলেন। গত ১৯৭১ সালে তদানীন্তন মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল পরিদর্শক মহাশয় তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্রে 'সরকার' পদবী থাকায় তাঁকে জানান হয় যে, প্রমাণপত্র সংশোধন করা না হলে তাঁকে বরখাস্ত করা হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সরকার পদবীযুক্ত প্রমাণপত্র মূলেই চাকরী পান এবং এরই মূলে তাঁর নামে সারভিস-বুক খোলা হয়।

যাই হোক, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অঞ্চল প্রধান, বি-ডি-ও, এম-পি, অরঙ্গাবাদ কলেজের অধ্যক্ষ প্রভৃতি প্রদত্ত প্রমাণপত্র দাখিল করেন। তাঁরা সকলেই শ্রীশিবশংকর সরকার ও শ্রীশিবশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় একই ব্যক্তি বলে স্বীকার করলেও কর্ত্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট না হলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রমাণপত্র সংশোধনের আবেদন করেন। সেখানেও ব্যর্থ হয়ে তিনি হাইকোর্টে মোকর্দমা করেন। ঐ মোকর্দমাও বাতিল হয়।

অতঃপর শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় জঙ্গিপুর ১ম মুনসেফী আদালতে ডি, আই, অব স্কুলস এবং ডেপুটি এ, আই, অব স্কুলস (জঙ্গিপুর সার্কেল) এর বিরুদ্ধে ৯৪।৭২ নং অন্য প্রকার এক মোকর্দমা করেন। উক্ত মোকর্দমার দো-তরফা বিচারে মাননীয় বিচারক শ্রীকার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বরখাস্তের আদেশ অন্যায়, বেআইনী, without jurisdiction এবং against the principles of natural justice বলে ঘোষণা করেছেন এবং শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় চাকরীতে বহাল আছেন বলে সাব্যস্ত হয়েছে। মোকর্দমা পরিচালনা করেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এবং ডি-আই পক্ষে শ্রীল লতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

ভয়াবহ নৌকা ডুবি, ১৭ জনের জীবনাবসান

জঙ্গিপুর, ২৮শে আগষ্ট—গত ২৬শে আগষ্ট চাঁদপুর ঘাটের সামনে পদ্মা নদীতে এক ভয়াবহ নৌকা ডুবির ফলে এ পর্যন্ত ১৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। মাঝি দু'জন কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, ঐ নৌকায় ফাদিলপুর গ্রামের কয়েকজন গোয়ালা ছিল। তারা পদ্মা নদীর ওপার থেকে দুধ নিয়ে আসছিল।

যা দরকার তা নাই-এর সদর দপ্তর মহকুমা হাসপাতাল

রঘুনাথগঞ্জ, ২২শে আগষ্ট—জঙ্গিপুর মহকুমা সদর হাসপাতালের দুরবস্থা বর্ত্তমানে চরম পর্যায়ে পৌঁচেছে। আমাদের প্রতিনিধি হাসপাতাল এলাকা ঘুরে 'নাই' এর অনেক নমুনা যোগাড় করেছেন। সেই নমুনা পড়লেই বোঝা যাবে এটা হাসপাতাল না 'নাই' এর সদর দপ্তর।

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিনিধি প্রথমেই লক্ষ্য করেছেন, হাসপাতালের সীমানা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নাই। হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ডের নিরাপত্তার কোন বালাই নাই। অপ্রয়োজনীয় পুরুষদের প্রায় সব সময়ের আনাগোনায় রোগিনীরা অস্বস্তিবোধ করেন।

ওষুধ ত এক মহা বালাই। বহরমপুর থেকে নিয়মিত যেটুকু ওষুধ আসে, গরীব রোগীরা সেই ওষুধ থেকে বঞ্চিত হয়ে 'রঙ্গিন জল' পেয়েই সন্তুষ্ট থাকেন রোদ-বৃষ্টি মাথায় বয়ে। অথচ আউটডোরের বাইরে একটা শেড তৈরী করার পরিকল্পনা কেন হয়নি বোঝা যায় না। অপর দিকে রোগীরা সব সময় ইনডোরের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করেন বলে ডাক্তার, নার্সদের কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

যন্ত্রপাতির অবস্থাও তথৈবচ! চক্ষু বিশেষজ্ঞ আছেন অথচ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এমনকি 'ডার্ক রুম' পর্যন্ত নাই। কোন সার্জেন না থাকায় এবং

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

এবারও সাঁতারুদের পুরোভাগে বাঙলাদেশের রওসন আলি

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে আগষ্ট—বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে এ'বছর ভাগীরথীবক্ষে ৭৫ ও ১৯ কিঃ মিঃ সন্তরণ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হল। জঙ্গিপুর সদরঘাট থেকে বহরমপুর গোরাবাজার ঘাট পর্যন্ত ৭৫ কিঃ মিঃ সন্তরণ প্রতিযোগিতায় এবারও প্রথম হলেন বাংলাদেশের রাজশাহী শহরের তরুণ ছাত্র রওসন আলি। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হয়েছেন যথাক্রমে রতিরঞ্জন ধর (ত্রিপুরা), প্রেমেন্দ্র মাহাতো (লালবাগ, মুর্শিদাবাদ), প্রতাপ ঘোষ (মালদহ), সুবল দাস (বহরমপুর)। জিয়াগঞ্জ—বহরমপুর ১৯ কিঃ মিঃ প্রতিযোগিতায় প্রথম খগেন দত্ত (ভবানীপুর সুইমিং এসোসিয়েশন)। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ যথাক্রমে রতন বণিক (ত্রিপুরা), মণীশ চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা), শক্তি রজক (বহরমপুর কে, এন, কলেজ)।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—**সদরঘাট** *
ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার
সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস,
ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সর্ব্বাভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৮০ সাল

॥ চিনি বন্‌ধ্ ॥

গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর পৌর এলাকার অধিবাসীবৃন্দ রেশনে চিনি পাওয়ার ভাগ্য করেন নাই। অত্র মহকুমায় প্রতি সপ্তাহে রেশনে দিতে প্রায় ৪৫০ বস্তা চিনি লাগে এবং স্থানীয় পৌর এলাকার জন্য প্রয়োজন হয় ৫২ বস্তা চিনির। সে চিনি এম-আর ডিলারেরা ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া (এফ-সি-আই) কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানীয় চিনির এজেন্ট মারফৎ পাইয়া থাকেন। আমাদের প্রতিনিধি অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন যে, গত সপ্তাহে স্থানীয় এজেন্টদের কাছে খুব কম পরিমাণ চিনি মজুত ছিল যাহা অত্র পৌর এলাকার সকলকে ঠিক মত দেওয়া যাইত না। শুধু এই শহরাঞ্চলেই নয়, গ্রামেও রেশনে চিনি দেওয়া বন্ধ ছিল।

চিনির হঠাৎ ঘাটতি পড়ার কারণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগ হইতে জানা গিয়াছে যে, এফ-সি-আইকে চিনির অবস্থা জানান হইলেও রেলধর্মঘটের (লোকো রাণিং ষ্টাফ) দরুণ নাকি এফ সি-আই চিনি প্রেরণ করিতে পারেন নাই। আবার বেসরকারী সূত্রের খবরে জানা যায় যে, জঙ্গিপুর রোড রেলষ্টেশনে ওয়াগন হইতে নাকি ৫৭ বস্তা উধাও হওয়ায় রেশনে চিনি দেওয়া বন্ধ ছিল। সেই চিনি নিকটস্থ মিঞাপুর অঞ্চলে আড়াই টাকা কেজি দরে বিক্রয় হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। তাই যদি হয়, ভাবিতে অবাক লাগে, এত পরিমাণ চিনির অপসারণ ঘটিল, অথচ কাকপক্ষীও টের পাইল না। অতঃপর ষ্টেশন গো ডাউন কিংবা মালগাড়ী লোপাট হইলে হয়ত কেহই জানিতে পারিবেন না।

যোগান বন্ধ হওয়া যদি রেশনে চিনি বন্ধের কারণ হইয়া থাকে, তবে এফ-সি-আই এর ভূমিকা আদৌ প্রশংসনীয় নয়। এই সংস্থা লরীযোগে চিনি প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। ইহার ফলে একপক্ষ নিশ্চয়ই এফ-সি-আইকে অভিনন্দিত করিয়া থাকিবেন। তাঁহারা হইতেছেন মিষ্টত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত-অগ্নিতেজা খোলাবাজারী চিনির ভাগ্যবান বিক্রেতারা। দুর্গতি বৃদ্ধির একটি ধাপ যুক্ত হইলেও ক্রমাগত ঘা খাইয়া যে জনচিত্ত অনুভূতিহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সাড়া দিবে কী প্রকারে?

॥ দম মারো দম ॥

হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, শ্বাসকষ্ট, শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগে এবং বুকের যন্ত্রণার জন্য চীন উদ্ভাবিত একধরণের সিগারেটের ধূমপান—এই যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নূতন অধ্যায় যুক্ত করিতে চলিয়াছে। এই সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া টানিলে উপরিলিখিত রোগ ও রোগযন্ত্রণা সারিয়া যাইবে বলিয়া ক্যানটনের খবর।

ধূমপায়ীগণ অল্প-বিস্তর শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গযুক্ত রোগের শিকার হন। আবার ধূমপায়ী না হইয়াও অনেকে হাঁপানি, ব্রঙ্কাই-এর গোলমালে কষ্ট পাইয়া থাকেন। কিন্তু ধূমপায়ী হউন বা না হউন, নবাবিষ্কৃত সিগারেট টানিয়া তাঁহারা রোগ সারাইতে পারিবেন। সংবাদে আরও জানা যায় যে, চীন গবেষকগণ এই সিগারেট লইয়া সাড়ে ষোল শত ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়াছেন এবং শতকরা ৯৬টি ক্ষেত্রে সুফল দেখিয়াছেন।

অতএব ফুসফুসের এই সমস্ত কষ্টকর ব্যাধির নিরাময়তার নিশ্চিত আশ্বাসে পুলকিত হইবার কথা। যাঁহারা ধূমপানাসক্ত, তাঁহাদের পক্ষে ইহা সমুদ্রমন্থনে অমৃতপ্রাপ্তির ন্যায়। আলোচ্য সিগারেটে তামাকুপত্র পুরাইয়া ধূমপানের আমেজ এবং মৌতাত বজায় থাকিবে কিনা, তাহা যদিও পরের প্রশ্ন, তথাপি সিগারেটে মৃদু টান, কড়া টান, সুখ টান প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করা এবং তৎসঙ্গে রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার স্বর্ণদুয়ার এখন হইতে খুলিয়া যাইবে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। কবে সেই অপূর্ব, অনাস্বাদিত বস্তুটির সাক্ষাৎ মিলিবে এই আশায় দিবসগণনা চলিতে থাকুক। নীতি-বাগীশেরাও এই সিগারেটকে অভিনন্দিত করিবেন কিনা জানা নাই; তবে রোগ বিচারে করাই স্বাভাবিক। আর গুরুজনদের সম্মুখে লঘুজনেরাও ঔষধের দোহাইয়ে নির্বিবাদে সোজাসুজি মনের আশ মিটাইয়া সিগারেট টানিয়া চলিবেন। তাহা দোষের হইবে না।

রপ্তানী বাণিজ্যে চীনের সিগারেটের এখন হইতে অতঃপর গরম পিঠার মত কাটতি হইবে। নিশ্চিন্ত মনে ও দ্বিধাহীন চিত্তে বড়-ছোট একসঙ্গে সিগারেট টানিয়া নেশা ও চিকিৎসার এমন অপূর্ব সুযোগ কোনদিন যে পাওয়া যাইবে, এমত চিন্তা সম্ভবতঃ সার ওয়ালটার র‍্যালের মনে উদিত হয় নাই। আর এই সুবাদে চীন-উন্নাসিক তাবৎ দেশসমুহ সম্ভবতঃ চীনকে চিনিতে পারিবেন যে, কী অগ্রগতির পথে সে দেশ চলিয়াছে।

বেকারীরাও বেকার হতে চলেছে

জঙ্গিপুর, ২৫শে আগষ্ট—জঙ্গিপুর মহকুমার বেকারীরা আজ বেশ কিছুদিন থেকে ময়দা না পাওয়ায় বেকার হতে চলেছে। খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ময়দা বন্টন নিয়ে নানা রকম বর্ণবৈষম্য থাকা সত্ত্বেও যাদের ব্যবসা কোন রকমভাবে চলতো, তারা এবারে চরম অবস্থার মধ্যে পড়েছে। অবিলম্বে ময়দা না পেলে বেকারীর মালিক-কর্ম্মচারীদের অনাহারের সম্মুখীন হতে হবে।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

দুর্মুখের সেমসাইড

'রতনে রতন চেনে, বেনেয় চেনে সোনা'—ঠিক ধরেছেন 'মুর্শিদাবাদের খবর' সাপ্তাহিকের নাট্যকার দুর্মুখ! ইচ্ছে নয় বাদপ্রতিবাদের, সেমসাইড হবার আশঙ্কায়। তবে মনে হচ্ছে, কোথায় তিনি একটি মারাত্মক ভুল যেন করে ফেলেছেন। দিলদার যে দালালদার নয়, সে অগ্নি পরীক্ষায় দিলদার বহু পূর্বে উত্তীর্ণ। দিলদার চোখ, কান খুলেই চলাফেরা করে শুধু রাতে কেন, দিনের বেলাতেও। সাগরদীঘিতে ফিল্ড তৈরীর আশা নিয়ে দিলদার ওখানে যায়নি। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' কি কারু দালালী করে? না কারু প্রলোভনে প্রলোভিত হয়েছে? মনে রাখা দরকার জঙ্গিপুর সংবাদ নিরপেক্ষ সংবাদপত্র। তায় নির্লোভ, নির্ভীক ৺দাদাঠাকুর প্রতিষ্ঠিত। কোন পার্টির মুখপত্র নয়। দিলদারও ওই পথে নির্বাচিত।

দিলদার সত্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট। জানা থাকলেও সংবাদপত্রের কলেবরের উপর নজর রেখে রসাত্মকভাবে জনসাধারণের ঔৎসুক্য সৃষ্টির প্রয়াসে সে সচেষ্ট। দুঃখের ব্যাপার দুর্মুখ কি বলতে চেয়েছেন তাঁর নাটিকায় পরিষ্কার বুঝতে অপারগ। মনে হচ্ছে, দুজনেরই উদ্দেশ্য হয়ত এক, কিন্তু 'খেয়োখেয়ি' কেন? কার জন্য তাঁর উষ্মা? এতে করে স্বার্থান্বেষীদের কপট প্রবন্ধে ফল ধরছে নাকি?

দিলদার বলতে তিনি কাকে ভেবেছেন? ভুল এখানেই। চক চক করলেই কি সোনা হয়? দিলদারকে দালালদার বলে আর যাই হোক, সুরুচির পরিচয় দিতে পারলেন না। পথ যাই হোক, উভয়েরই উদ্দেশ্য জনসাধারণের ঔৎসুক্য সৃষ্টি করা। তবে এ পথে কেন? একটি ছোট্ট উদাহরণ দিই—গাছ কুড়ালকে জিজ্ঞাসা করছে "কুড়ালী! তুম মুঝে কো কাটতে হো কেঁও"? কুড়ালীর উত্তর—"তুমহারা জাত ভাই মেরা চুতার পর ঘুঁষা হ্যায় কেঁও"? দিলদার আর দুর্মুখ যদি ব্যক্তিগত 'খেয়োখেয়ির' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাতে কাদের লাভ বলতে পারেন দুর্মুখ?

পরিশেষে বলি, দিলদার সংশ্লিষ্ট পার্টির ঢাকু বাবু থেকে মাখন পাল, ননী ভট্টাচার্য্য সকলেরই অতি পরিচিত। সে দালাল নয়। জীবনে ঋতু উত্তীর্ণ সাংবাদিক। তবে ক্ষেত্র আর পাত্র হিসেবে লেখা সংযত করতে হয় তাকে। বাধিত হবে দিলদার আক্রমণের ক্ষেত্র বিচার করে চললে। ইতি—

দিলদার।

ইঞ্জিন বিক্রয়

১৬ অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট একটি চালু 'বেরী' ইঞ্জিন বিক্রয় করা হইবে। নিম্নের ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ ভকত
গ্রাম পোপাড়া, পোঃ সাগরদীঘি, (মুর্শিদাবাদ)
[সাগরদীঘি ষ্টেশনে নেমে উত্তর দিকে]

যাঁরা তাম্রপত্র পেলেন না—

[জঙ্গিপুর মহকুমা তথা মুর্শিদাবাদ জেলার অতীতের স্বাধীনতা সংগ্রামী, যাঁরা সরকারী নীতি ঘোষিত হবার পরও কেবলমাত্র আশ্বাস ছাড়া অনুরূপ কোন স্বীকৃতি পাননি, তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতভাবে আমাদের দপ্তরে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সঃ জঃ সঃ]

(৫) বৈদ্যনাথ দাস

আজ থেকে চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর আগের কথা। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। তরুণদের চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন চোখে নিয়ে গ্রাম থেকে বহরমপুরে ছুটে এলো এক তরুণ তাঁতশিল্পী। নাম বৈদ্যনাথ দাস। বয়স বাইশ চব্বিশ। ইংরেজের শ্যেনচক্ষু এড়াতে পারেনি বৈদ্যনাথ। স্বদেশী আন্দোলনের জন্যে ১৯৩২ সালে গ্রেপ্তার হ'ল। বহরমপুর জেল থেকে দমদম সেন্ট্রাল। দীর্ঘ ছ'মাস অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করে কারাগার থেকে বেরিয়ে এলো সেই যুবক। তারপর আবার আন্দোলন। ১৯৪২। ভারত ছাড় আন্দোলনেও ঝাঁপিয়ে পড়লেন বৈদ্যনাথ। ইংরেজ ভারত ছাড়ল। দেশ আজ স্বাধীন। কিন্তু সেই তরুণের খবর আজ কেউ রাখেন ?

হাঁা, তিনি আজও বেঁচে আছেন। মির্জাপুর গ্রামের বুড়ো বৈদ্যনাথকে সবাই চেনে। আজ বয়স ৬৪। রুগ্ন শরীর দেখলে কিছুটা বেশী বলেই মনে হবে। পেশা ভিক্ষাবৃত্তি। সরকার তাম্রপত্র বা পেন্সনের তালিকা করার সময় এঁদের নাম যদি ভুলে যান তবে বাঁচবার জন্যে অকৃতদার সহায় সম্বলহীন, যাঁর আত্মীয় পরিজন কেউ নেই সেই বৃদ্ধ আর কী করতে পারেন ? একদিনের স্বাধীনতা-সংগ্রামী আজ পথের ভিক্ষুক ! নিজে কিছু বলতে চান না। সেদিন জিগ্যেস করতেই কেঁদে ফেললেন —'আমার একটা ব্যবস্থা কোরো বাবা। শরীর অচল—আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে পারি না।' দেখালেন রাজ্যসভার সদস্য সনৎ রাহার কয়েকদিন আগে দিল্লী থেকে লেখা এক চিঠি। সনৎবাবু স্বাধীনতা সংগ্রামে বৈদ্যনাথ দাসের সহকর্মী। বন্ধুর পেন্সনের জন্যে সনৎবাবু চেষ্টা করছেন। এখনও কিছু হয়ে ওঠেনি। তাই বৈদ্যনাথ এখনও ভিক্ষে করেই মৃত্যুর দিন গুণছেন। আমরা তাঁর জন্যে তাম্রপত্রের আবেদন করছি না। তাম্রপত্র বাঁধিয়ে রাখার তাঁর কেউ নেই। আমরা চাই তাঁর বেঁচে থাকার জন্যে সামান্য কটা টাকার মাসোহারা।

মদ বিক্রেতার অভিযোগ তদন্তে বাতিল

গত ১৫ই আগষ্টের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এ প্রকাশিত 'মদ-মত্ততায়' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর জানা গেল যে, জঙ্গিপুর সার্কেলের আবগারী সহকারী পরিদর্শক শ্রীএস, মৈত্রের বিরুদ্ধে বোখারা গ্রামের দেশী মদ বিক্রেতা শ্রীঅজিতকুমার সাহার আনীত অভিযোগ মুর্শিদাবাদ জেলা আবগারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাতিল করেছেন।

অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা

সাগরদীঘি, ২৭শে আগষ্ট—পোপাড়া গ্রামের মইনুল সেখের স্ত্রী সুরমা বিবি (২২) সম্প্রতি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। অনাহার এই আত্মহত্যার কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

গত ২৬শে আগষ্ট সকালে চলন্ত ট্রেণের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (হাবু মাষ্টার) নামে স্থানীয় একজন শিক্ষক আত্মহত্যা করেছেন। পর পর কয়েকদিন অনাহার তাঁর মৃত্যুর কারণ বলে শোনা যাচ্ছে।

ফাদার ল্যাজরিও ছুরিকাহত

বহরমপুর, ২৫শে আগষ্ট—গতকাল রাত্রে স্থানীয় গীর্জার ফাদার ল্যাজরিও কান্দীর জনৈক ছাত্রের ছুরির আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আশংকাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সর্বশেষ সংবাদ, তিনি ক্রমশঃই সুস্থ হয়ে উঠছেন।

সাংবাদিক সম্মেলন

(ষ্টাফ রিপোরটার)

বহরমপুর, ২৫শে আগষ্ট—মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সম্পাদক এবং সভাপতির পদত্যাগজনিত পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য আজ সংঘের সম্পাদক শ্রীরাধারঞ্জন গুপ্ত আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, জেলা সাংবাদিক সংঘ সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে সরকারী মহলে সংস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে যে সমস্ত বক্তব্য রাখা হয়েছে এই সভা তা সমর্থন করে না। এই সংঘ আছে, থাকবে এবং জেলার সাংবাদিকদের সুখসুবিধা, দাবিদাওয়া, মর্য্যাদা এবং নিরাপত্তা রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে। আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর সাংবাদিক সংঘের সাধারণ সভায় নতুন কর্মকর্ত্তা নির্বাচন করা হবে।

সাংবাদিক সংঘের বর্ত্তমান সম্পাদক এবং সভাপতিকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত আপাততঃ স্থগিত রাখার অনুরোধ ঐ প্রস্তাবে করা হয়েছে।

'..... গুণে মন ভোর'

ফরাক্কা-ব্যারেজ—পথ চলতে অভ্যস্ত এমন কোনও বালককে যদি এখানে প্রশ্ন করেন 'মদ' কোথায় পাওয়া যায়। সে গড় গড় করে বলে দেবে এবং অঙ্গুলি সংকেতে দেখিয়েও দিতে পারে। এমন খোলাভাটি অবস্থা এখানে মদের। হোটেলে, রেঁস্তোরাতে তো বটেই যে কোন পানের দোকানে তার সাক্ষাৎ পাবেন, কি বাজারে, কি খেয়াঘাটে। শোনা কথা, আবগারি বিভাগ এখন নাকি মহেন-জোদড়োর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অগত্যা এখানকার পুলিশকে মাঝে মধ্যে আবগারি বনতে হয়। বনেই হয়তঃ মদের টিন ধরলেন, দু'একজনকে আটক করলেন, চালান দিলেন অবৈধভাবে 'মাল' বিক্রীর জন্য। আবগারী বিভাগ এখানে যদি বা দেখা দেয়, কিছু তাদের নজরে পড়ে না। কিন্তু কেন ? আমার কলমের মাধ্যমে নাই বা জানলেন ! জানেন তো সকলেই সেই 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে'।

বেকারদের জন্য অটো রিকসো

বহরমপুর, ২৫শে আগষ্ট—বেকারদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশে আর, টি, এ কর্তৃপক্ষ এবারে ৪০০টা অটো রিকসোর ব্যবস্থা করছেন। গত ২০শে আগষ্ট বোর্ডের সাধারণ সভায় এই প্রকল্পটি মঞ্জুর করা হয়েছে। এক একটি অটোর দাম ১০ হাজার টাকা। শিক্ষিত বেকাররা দশ ভাগ টাকা জমা দিলেই অটো রিকসো পাবেন। বাকী টাকা ব্যাঙ্কগুলি দিতে রাজি হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে বেকারদের ২১টি বাসের রুট পারমিটও দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ।

রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সাগরদীঘি, ১৯শে আগষ্ট—এই থানার ঘুগরিডাঙ্গা গ্রামের এসাহাক সেখ নামে জনৈক ব্যক্তিকে গতকাল কে বা কারা রহস্যজনকভাবে হত্যা করে। তার মৃতদেহ গুম করা হয়েছে। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার খবর পেয়ে একদল পুলিশ নিয়ে ঐ গ্রামে হাজির হন। এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়নি। গ্রেপ্তারের কোন সংবাদ নাই।

জঙ্গিপুরে কমিশনার

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে আগষ্ট—ডিভিশনাল কমিশনার শ্রীএ, কে, মজুমদার আজ জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসকের চেম্বারে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, সরকারী কর্মচারী ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে জঙ্গিপুর মহকুমার সাম্প্রতিক অভাব-অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করেন।

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

• ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• অল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

সাদৃশ্য খুঁজছি কিন্তু তাল পাচ্ছি না

—বেতাল দিলদার

"রাজকোষে আছে যত মণি-মুক্তা অর্থরাশি
প্রজার গচ্ছিত সে ধন,
নাহি অধিকার মোর সাধিতে প্রজার অর্থে
নিজ প্রয়োজন"।

দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দীন-মহানুভবের বিষয়ে "দীন রাজ্যেশ্বর" কবিতায় তুলে ধরেছেন কবি রমণীমোহন ঘোষ বড় আন্তরিকতার সাথে।

ছাত্রমাত্রেই সুলতান নাসিরুদ্দিনের কথা পড়েছেন। প্রশাসক হিসাবে তাঁকে দেখাতে চাই না। চাই, এত ধন-দৌলতের মাঝেও তিনি 'দীন', তাঁর নয় সে ধন! আশ্চর্য্য নজীর! আরো নজীর আছে সম্রাট অশোকের, আছে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের।

কিন্তু কি দেখছি চোখের সামনে প্রজার গচ্ছিত ধনের দৌলতে গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের কাঠামোতে! চোখে দেখছি অথচ দলমতনির্বিশেষে কেউই 'কমেন্ট' করছি না। কেন না, 'তখ্‌ত-ই-তাউসে' যাঁরাই বসবেন, বসেছেন এবং আশাও পোষণ করেন তাঁদের সকলেই প্রজার গচ্ছিত ধনে (যার অপর নাম সরকারী টাকা) বাদশাহী করার ইচ্ছা রাখেন। কংগ্রেস তো বটেই (যদিও বাপুজীকে নজীর রাখেন), অন্যান্য দোস্তরা কেমনভাবে চলবেন তার নজীরও রেখে গিয়েছেন বছর দুই আগে। তখন শুধু জলের বদলে 'পানি' কথাটা মুখরোচক করে নেন।

সমস্যাজর্জরিত, সর্বহারা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য উজির সিদ্ধার্থ বাবু মুখে রূপোর চামচা নিয়েই দুনিয়ার প্রথম আলো দেখেছেন বরাতগুণেই। কি করে বুঝবেন "কি যাতনা বিষে..... দংশেনি যারে"! রাইটার্সে পাঁচ লাখ টাকা ব্যয়ে কোটা বানালেন। ধুম-ধারাক্কা করে ২য় দফায়মন্ত্রীসভার বৈঠক করলেন মালদহে এবং এর পূর্বেও অন্যান্য জেলাতেও করেছেন। ভাগ্যবান মালদহ। কপালগুণে সেখানে উজির সাহেবের দেখা পাচ্ছেন। খরচ প্রজার গচ্ছিত ধন থেকে। কিন্তু কেন? সমস্যা সরজমিনে দেখা! আপত্তি নেই তাতে দিলদারের। কিন্তু খরচের লটবহর? দিলদার দেখেছে, সে জানেও। তাঁরা তুঘলোকের মত ভাঁড়-ভুঁড় বেঁধে চলেছেন। কেন সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের মতো পথিপার্শ্বে কুঁড়ে ঘরে বসে সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা চালাতে পারেন না? সিদ্ধার্থ নামের সার্থকতা কোথায়? দিলদার খুঁজেই চলেছে কাজে আর কথায়, কিন্তু তাল পাচ্ছে না।

(মতামত দিলদারের নিজস্ব)

১ম পৃষ্ঠার পর [মহকুমা হাসপাতাল]

অপারেশন থিয়েটারে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি না থাকায় রোগীদের হামেশাই বহরমপুর পাঠাতে হয়। আজ বেশ কিছুদিন থেকে অপারেশন থিয়েটারের 'ষ্টেরিলাইজার' অকেজো থাকায় সমস্ত প্রকার অপারেশন বন্ধ। তাছাড়া এই বিভাগের জন্য মাত্র একজন ট্রেনড্ নার্স আছেন বলে অনেক সময় অসুবিধায় পড়তে হয়।

টি, বি রোগীদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড অথবা আউটডোর নাই। ফলে সাধারণ রোগীদের মধ্যে সংক্রামক জীবাণু ছড়াবার আশংকা রয়েছে। হাসপাতালে প্যাথোলজিষ্ট নাই। সেখানে একজন সাধারণ লোক সাদা কাগজে যা লিখে দেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্যাথোলজির উপর নির্ভর করে চিকিৎসা করা হয়। ডেণ্টাল আউটডোরের একই অবস্থা—নাই।

হাসপাতালে এনকোয়ারী অফিস না থাকায় বহিরাগতদের রোগীর খবর পেতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

ষ্টোরকীপার একটা ঘর দখল করে বসে আছেন। অন্যদিকে চেয়ার না থাকায় সিষ্টার ইনচার্জকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা ভাঙ্গা টেবিলে কাজ করতে হয়। নোংরা জিনিসপত্র হাসপাতাল এলাকাতেই পড়ে পচতে থাকে, আর সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে রোগী অথবা সুস্থদের এখানে আসার পথ খুলে দেয়। জঞ্জালের জন্য একটি 'ইনসিনেরেটার' আছে কিন্তু সেটা কাজে লাগানো হয় না। ইতিপূর্বে একজন রেডিওলজিষ্ট ছিলেন। তিনি ১লা মে, ১৯৭৩ হঠাৎ মারা যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত এখানে কোন রেডিওলজিষ্ট আসেননি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রেডিওলজিষ্ট প্রয়োজনের ব্যাপারে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিককে এখনও নাকি কিছু জানাননি।

হাসপাতালের দেওয়াল এবং আসবাবপত্র রং করার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা অনুমোদন করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বাহ্যিক চাকচিক্যের পরিবর্ত্তে ঐ টাকায় হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্যবিধিসম্মত সংস্কারের বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

২/৬৯ মনি ডিঃ ঊষারাণী দাসী দেঃ ভারতী মণ্ডল দাবি ৩৪৫-৮৭ থানা সুতী মৌজে নাজিরপুর ৬-৪৬ শতকের কাত ৯।৵৮ তন্মধ্যে ৪০ শতক পরতা মত খাজনা ৷৷০ আনা আঃ ৫০৲ খং নং ৮২ স্থিতিবান স্বত্ব ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১৬ শতক জমি পরতা মত খাজনা ১২ পয়সা আঃ ২৫৲ খং নং ৩০৮ ঐ স্বত্ব ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ২০ শতক জমি পরতা মত খাজনা ১২ পয়সা আঃ ২৫৲ খং নং ৩৩১ ঐ স্বত্ব।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত